তারিখ 15 NOV 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

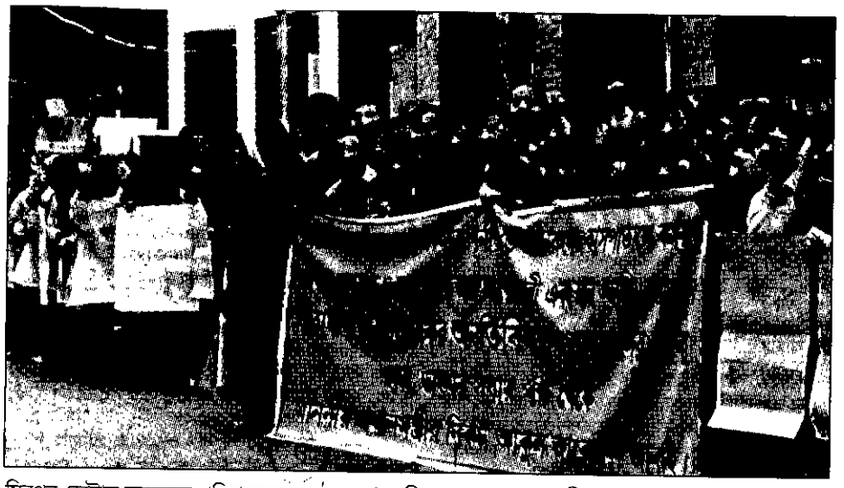

মিরপুর ডেন্টাল কলেজের পরিচালকের অপসারণের দাবিতে সোমবার ছাত্রছাত্রীদের মানববন্ধন — যুগান্তর

ঢাকা ডেন্টাল কলেজে অচলাবস্থা

যুগান্তর রিপোর্ট

হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে ঢাকা ডেন্টাল কলেজে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ৯ নভেম্বর থেকে হাসপাতালের কার্যক্রম কার্যত বন্ধ রয়েছে। এতে করে সাধারণ শিক্ষার্থী ও রোগীদের সীমাহীন ভোগান্তি-দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সদ্য নিয়োগ পাওয়া ঢাকা ডেন্টাল কলেজের নবনিযুক্ত পরিচালক ডা. জাহিদকে অপসারণের দাবিতে কলেজের একদল শিক্ষক ও ছাত্র জোটবদ্ধ হয়ে হাসপাতালে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছেন। এসব শিক্ষক ও ছাত্রদের দাবি অনুযায়ী ডা. জাহিদকে অপসারণ না করলে বা তিনি পদত্যাগ না করলে হাসপাতালের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা দেয়া হবে। এমন বক্তব্য বেশ কয়েক দিন ধরে ক্যাম্পাসে প্রচার হলেও ৯ নভেম্বর দু'জন ইন্টার্ন চিকিৎসক বিষয়টি সরাসরি পরিচালককে জানান। এরপর থেকে তারা হাসপাতালের স্বাভাবিক কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকা ডেন্টাল কলেজে ২০০৫ সালে ভাইস প্রিন্সিপাল ও পরিচালকের পদ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ২০১৫ পর্যন্ত এসব পদে কোনো জনবল নিয়োগ দেয়া হয়নি। তাই হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে একক কর্তৃত্ব করেন প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ডা. এসএম ইকবাল হোসেন। সরকার সম্প্রতি হাসপাতালে একজন পরিচালক ও একজন ভাইস প্রিন্সিপাল নিয়োগ দেয়। ফলে প্রিন্সিপালের একক ক্ষমতা অনেকটা খর্ব হয়েছে। বিশেষ করে, হাসপাতালের কেনাকাটাসহ সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক ক্ষমতা হারিয়েছেন প্রিন্সিপাল। এর ফলে প্রিন্সিপালের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় সুবিধা পেয়ে আসা কয়েকজন শিক্ষকের একটি গ্রুপ ইন্টার্ন চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে হাসপাতালে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। এমনকি পরিচালক অপসারণের জন্য তারা স্থানীয় সন্ত্রাসীদের পর্যন্ত ব্যবহার করছে। এসব অপতৎপরতায় যোগসাজশ রয়েছে হাসপাতালের চারপাশে গড়ে ওঠা ডেন্টাল ক্লিনিকগুলোর।

পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতালের একজন ডেন্টাল সার্জন জানান, মাসদুয়েক আগে ডা. জাহিদকে পরিচালক পদে নিয়োগ দেয় সরকার। তিনি দাঁতের চিকিৎসায় ব্যবহৃত বেশকিছু নষ্ট মেশিনপত্র ঠিকঠাক করান। এছাড়া হাসপাতালের বিভিন্ন ফ্লোরে ওঠানামার জন্য লিফটের ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি হাসপাতালের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনেন। এমতাবস্থায় হাসপাতালের প্রিন্সিপালসহ কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষার্থী পরিচালকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাকে অপসারণের দাবি জানান। একইসঙ্গে হাসপাতালের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন।

হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসা নিতে আসা শফিকুল ইসলাম যুগান্তরকে জানান, বৃহস্পতিবার তার রুট ক্যানেল করার কথা ছিল। কিন্তু হাসপাতালে এসে দেখেন চিকিৎসাসেবা বন্ধ রয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে কেউ কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। একই ধরনের অভিযোগ করেন শাকিল নামে আরেকজন রোগী। এ প্রসঙ্গে হাসপাতালের পরিচালক ডা. জাহিদ যুগান্তরকে বলেন, আমার বিরুদ্ধে হাসপাতালের কয়েকজন শিক্ষক ও ইন্টার্ন চিকিৎসক ক্রয়সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে। অথচ আমি পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছি দুই মাসের মতো। এ সময় কোনো কেনাকাটা হয়নি। তারা আমার অপসারণ দাবি করে হাসপাতালে বিশৃংখলা চালাচ্ছে। এমনকি আমার ব্যবহৃত গাড়ির ড্রাইভারকে পর্যন্ত হুমকি দিয়েছে। ৯ নভেম্বর দু'জন ইন্টার্ন ডাক্তার আমাকে হুমকি দেন। তারা আমাকে চলে যেতে বলেন। পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা চেয়ে থানায় জিডি করলে তারা স্থানীয় এমপিকে দিয়ে ফোন করিয়ে জিডি প্রত্যাহারে বাধ্য করেন। এরপর ১০ তারিখ থেকে হাসপাতালে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, বিষয়টি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য অধিদফতর এবং মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। ঢাকা ডেন্টাল কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ডা. এসএম ইকবাল হাসান বলেন, এখানে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তবে সেটা হাসপাতালের, কলেজের নয়। তিনি বলেন, দু'জন ইন্টার্ন চিকিৎসককে নিয়ে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেটা স্থানীয় এমপি কামাল আহমেদ মজুমদার, স্বাচিপ মহাসচিব অধ্যাপক ডা. এমএ আজিজকে জানানো হয়েছে। এ ঘটনায় আমাকে জড়িয়ে কেউ কিছু বলে থাকলে সেটা সঠিক নয়। যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা দ্রুত মিটে যাবে বলেও জানান তিনি। এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ বলেন, বিষয়টি তিনি অবগত। হাসপাতালের পরিচালক সোমবার দুপুরে ফোন করে জানান, তাকে হাসপাতালে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। অধ্যাপক আজাদ বলেন, বিষয়টি দ্রুত সমাধানের জন্য ইতিমধ্যে প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

ভোগান্তি শিক্ষার্থী রোগীদের